শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

স্মারক নং-২২.০২.০০০০.০৩৩.৫৬.০৯৭.১৩. ৪৬

তারিখ ঃ ০৮/০৬/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ইনোভেশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ফরিদ আহমেদ, পরিচালক (আইটি)
স্থান : পরিচালকের কক্ষ
তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
সময় : সকাল ১১.০০ টা।

উপস্থিতি:
১। জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (আইটি), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জনাব সোনিয়া সুলতানা, উপপরিচালক (ঢাকা অঞ্চল), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। জনাব মো: হাসান হাছিবুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব, সিনিয়র কেমিস্ট (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। জনাব সৈয়দ আহম্মদ কবীর, সিনিয়র কেমিস্ট, (ঢাকা গবেষণাগার), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি বলেন, প্রতিবছর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে নতুন বছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা আহবান করা হয়। এবছর এখনও ইনোভেশন পরিকল্পনা চাওয়া হয়নি। তবে আমরা নতুন অর্থ বছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারি। অধিদপ্তরের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, তথ্য প্রযুক্তি অধিশাখা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে হোমওয়ার্ক করেছে। আজকের আলোচনায় ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণীত হবে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত হবে। একই সাথে ইনোভেশন আইডিয়া ব্যাংক পরিমার্জন করা হবে।

আলোচনা :

ক্রমিক নং	ইনোভেশন ধারণা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মন্তব্য
ক)	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদে বার্তা DoE শিরোনামে মাক্সিং	অধিদপ্তরের অটোমেশন সফটওয়্যার থেকে উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রেরিত ক্ষুদে বার্তায় একটি নম্বর প্রদর্শিত হয়। উল্লিখিত নম্বরটি DoE শিরোনামে মাক্সিং করা গেলে অধিদপ্তরের পরিচিতি স্পষ্ট হয়।	ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম উপপরিচালক (আইটি) তিনি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ করবেন।
খ)	অটোমেশন সফটওয়ারে পেমেন্ট গেইটওয়ে প্রতিষ্ঠা	পেমেন্ট গেইটওয়ে ব্যবহার করে উদ্যোক্তাগণ অটোমেশন সিস্টেমে ই-চালানের মাধ্যমে ছাড়পত্র ফি পরিশোধের সুযোগ পাবেন। ফলে ছাড়পত্র/নাবয়ন অথবা গবেষণাগারের আবেদনের ফি প্রদান সহজ হবে। এছাড়া চালান যাচাইও সহজতর হবে।	ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম উপপরিচালক (আইটি) তিনি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ করবেন।

গ)	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুনাগুন পরিবীক্ষণ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	পরিবেশ অধিদপ্তরে পানির (ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ) গুনগতমান বিশ্লেষিত ফলাফল সনাতন পদ্ধতিতে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এই কার্যক্রম পরিচালনায় এক দিকে যেমন অনেক শ্রম ঘন্টা ব্যয় হয় অন্য দিকে প্রতিবেদনের গুনগতমান রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সিস্টেম সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিটি গবেষণাগার নিদিষ্ট ওয়েভ লিঙ্কে আইডি ও পাসওয়াডের মাধ্যমে লগইন করে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের ডাটা ইনপুট দিলে সফটওয়ারে সংরক্ষিত থাকবে । সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার বা সদর দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনমাফিক যে-কোনো সময়কালের ডাটা এক্সেল, সিএসভি, পিডিএফ বা গ্রাফিক্যালি প্রদর্শন করা যাবে। এই সফটওয়ার সঠিকভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজনমাফিক আপডেট করা গেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে ও আনেক শ্রম ঘন্টা সাশ্রয় হবে। অধিদপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রম ও আরো সম্প্রসারিত হবে।	<u>ফোকাল পয়েন্ট</u> জনাব সৈয়দ আহমেদ কবীর সিনিয়র কেমিস্ট (ঢাকা গবেষণাগার) তিনি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ করবেন।
ঘ)	Real Time Air Quality Monitoring and Display at DoE HQ Premises	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (CAMS) এবং ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (C-CAMS) পরিচালিত হচ্ছে। এসকল স্টেশনের মাধ্যমে বায়ুমান পরিমাপ করে Air Quality Index (AQI) ক্যালকুলেশন করে সনাতন পদ্ধতিতে একদিন পর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তবে, Real Time air Quality Monitoring পদ্ধতিতে সফটওয়ারের মাধ্যমে air Quality ডাটা বিশ্লেষিত হয়ে AQI ক্যালকুলেশন করে সাথে সাথে স্ক্রীন এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা সম্ভব। এ পদ্ধতি ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে চালু রয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশেও এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের অফিস চত্বরে C-CAMS স্থাপন করে Real Time Monitoring পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সফটওয়ারের মাধ্যমে অটোমেটিক Real Time ডাটা বিশ্লেষিত হয়ে Air Quality Index (AQI) ক্যালকুলেশন করবে এবং স্ক্রীন এবং ওয়েবসাইটে সাথে সাথে প্রদর্শিত হবে। উল্লেখ্য, প্রথমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদরে অফিস চত্বরে C-CAMS স্থাপনপূর্বক Real Time Monitoring পদ্ধতি চালু করা যায় যেতে পারে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সক্ষমতা অনুসারে অন্যান্য সেস্টশনসমূহকে সংযুক্ত করা যেতে পারে।	<u>ফোকাল পয়েন্ট</u> জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব সিনিয়র কেমিস্ট (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা) তিনি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ করবেন।

৬)	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) প্রতিষ্ঠা EMIS ৭	ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সরকারের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতি সৃষ্টিতে এর বিকল্প নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, অধিদপ্তরের রির্পোটিং কার্যক্রমকে ডিজিটাল কর্মসূচির আওতায় আনা প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারের সকল সংস্থা এপিএ (APA), শুদ্ধাচার, মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠমোসহ আরও অনেক প্রতিবেদন সকারের নিকট দাখিল করে থাকে। সূচকসমূহের (Indicator) তথ্য বিভাগীয় ও জেলা অফিস হতে সংগ্রহ করা হয়। এই সূচকসমূহের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমটি সহজ, সময় হ্রাস এবং সকল কর্মকর্তার কাছে সহজেই পৌচ্ছানোর লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তথ্যের সমৃদ্ধির ওপর একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত রচিত হয়। আর এই সমৃদ্ধি নির্ভর করে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর। আর তাই ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ যে-কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। কোন বিষয়ে মূল্যায়ন বা অবস্থানে করণীয় নির্ধারণ এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে শুরু করে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত সহায়তা করে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত কোন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত করাকে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা সংক্ষেপে এমআইএস। এই টার্মটির সাথে সংযুক্ত অন্যান্য টার্ম গুলো হচ্ছে, 'ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেম', 'ডিসিশনসাপোর্ট সিস্টেম', 'এক্সপার্ট সিস্টেম', এবং' এক্সিকিউটিভ ইনফরমেশন সিস্টেম'। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত কিছু সুবিধা নিচে উল্লেখ করা হল: ➢ একটি প্রতিষ্ঠান কর্মীদের কাজের রেকর্ড ইত্যাদি বিবেচনা করে তার শক্তি (strengths) ও দূর্বলতাসমূহ (weaknesses) খুঁজে বের করতে পারে; এবং এই বিষয় গুলো খুঁজে বের করার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার কার্যপদ্ধতিতে উন্নতি করতে পারে। ➢ প্রতিষ্ঠানের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়। ➢ যোগাযোগ তৈরি ও পরিকল্পনার টুল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। ➢ এমআইএস একটি প্রতিষ্ঠানকে 'কম্পেটেটিভ এডভান্টেজ' অর্জন করতে সাহায্য করে। ➢ এমআইএস রিপোর্ট দ্রুত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজ শুরু করতে সাহায্য করে। ➢ কাস্টমার ডাটা প্রাপ্তির মাধ্যমে সেবা গ্রহিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত সাড়া ব্যবহার করে ভবিষ্যতের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য/চাহিদার নির্ধারণ করা সহজ হয়।	<u>ফোকাল পয়েন্ট</u> জনাব মোঃ হাসান হাছিবুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা) বিভিন্ন অধিশাখা/শাখার সাথে আলোচনাক্রমে সফটওয়ারটির রুপরেখা প্রণীত হবে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রক্রিয়রমেন্ট কার্যক্রম শেষ করা গেলে আগামী অর্থ বছরে সফটওয়ারটি নির্মিত হতে পারে। তিনি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ করবেন।

সিদ্ধান্ত :

১। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ইনোভেশন পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে :

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদে বার্তা DoE শিরোনামে মাস্কিং;
(খ) অটোমেশন সফটওয়ারে পেমেন্ট গেইটওয়ে প্রতিষ্ঠা;
(গ) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুনাগুন পরিবীক্ষণ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রতিষ্ঠা;
(ঘ) Real Time Air Quality Monitoring and Display at DoE HQ Premises.

২। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) প্রতিষ্ঠা;
৩। চূড়ান্ত ইনোভেশন পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
৪। সকল কার্যালয় থেকে ইনোভেশন ধারণা আহবান;
৫। আইডিয়া ব্যাংক পরিমার্জন।

(ফরিদ আহমেদ) ২৬/৯/২০২০
পরিচালক (আইটি)

স্মারক নং-২২.০২.০০০০.০৩৩.৫৬.০৯৭.১৩. ৪৮

তারিখ ঃ ০৮/০৫/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ:

১। জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (আইটি), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। জনাব সোনিয়া সুলতানা, উপপরিচালক (ঢাকা অঞ্চল), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ হাসান হাছিবুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব, সিনিয়র কেমিস্ট (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। জনাব সৈয়দ আহম্মদ কবীর, সিনিয়র কেমিস্ট, (ঢাকা গবেষণাগার), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। পরিচালক,(প্রশাসন/পরিকল্পনা/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/ আইন/ ছাড়পত্র/ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন_/ ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা মহানগর/ঢাকা গবেষনাগার/খুলনা/বরিশাল/ চট্রোগ্রাম অঞ্চল/ চট্টোগ্রাম মহানগর/ চট্টোগ্রাম গবেষনাগার/সিলেট/ রাজশাহী/ময়মনসিংহ/রংপুর) পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। সহকারী পরিচালক, মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩।অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

২৬/০৯/২০২০
(মোঃ সাদিকুল ইসলাম)
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (আইটি)
ও
সদস্য সচিব
ইনোভেশন টীম